ইত্তেফাক 289

তারিখ ...২৭।১০।৭৪...
পৃষ্ঠা... ..১০.. কলাম... ৭ ...

কবি গোলাম মোস্তফা

কাজী নূরুল হক

গোলাম মোস্তফা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। আনুমানিক ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায়ই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। সেদিন থেকে শুরু করে অর্ধ শতাব্দীরও বেশীকাল তিনি কবিতা, গান ও সুললিত গদ্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ১৯৬৪ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

গোলাম মোস্তফার মৃত্যুতে কবি জসীমউদ্দীন রেডিও মারফত তাঁর সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: গোলাম মোস্তফাকে অনেকে মোল্লাকবি মনে করলেও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্য থেকে গোঁড়ামি দূর করার জন্য তরুণ বয়সে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। তার জন্য তাঁর প্রতি মুসলিম সমাজের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

জসীমউদ্দীনের মন্তব্যে দু'টি বিপরীতমুখী কথা লক্ষণীয়। এর একটি 'মোল্লাকবি' অপরটি 'গোঁড়ামি দূর করার জন্য লড়াই'। বস্তুতঃ কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন মনেপ্রাণে ইসলামভক্ত। তাঁর গল্প-উপন্যাস সহ সমগ্র রচনায় 'মুসলমান' ও 'মুসলমানিত্বে'র সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্বদা কল্যাণ কামনা অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণ কেউ কেউ তাঁকে মোল্লা কবি মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন দিনই 'মোল্লা' ছিলেন না। বরং মুসলমান, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্য থেকে গোঁড়ামি দূর করার জন্যই তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন।

সেকালের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বৃহত্তর অংশ আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসীরা—যাদের অধিকাংশই মুসলমান—রাষ্ট্রীয়ভাবে 'বাংলাদেশী' এবং সাধারণভাবে 'বাঙালী নামে পরিচিত। এ পরিচয়ে তারা আজ গৌরবান্বিত। কিন্তু একদিন বাঙালী মুসলমানেরা' বাংলাদেশকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করতেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সেদিন গোলাম মোস্তফা দৃপ্তকণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন—প্রাণ খুলে আজ গাওরে মুসলিম, বাংলাদেশের গাওরে গান। এই আমাদের জন্মভূমি—ভক্তি অর্ঘ্য দাওরে দান।। এ দেশ মোদের নয় আপনার ভুল কথা এ—অলীক অসার, হেথায় মোরা নই। বিদেশী,—এযে মোদের আপন দেশই মোরাই খাঁটি খাশ বাঙালী—দেশের দাবী মোদের বেশী।

[বাংলাদেশের গান: মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭]

আজ আমরা রেডিও টেলিভিশন সিনেমা, থিয়েটার এবং নানা অনুষ্ঠানে কত মুসলিম গায়ক-গায়িকার গান শুনতে পাই। তাঁদের গাওয়া গানের রেকর্ডে বাজার ভর্তি। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন বাঙালী মুসলমানদের গান গাওয়াই ছিল হারাম। এহেন গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছিলেন, গোলাম মোস্তফা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন প্রথম কাতারের সৈনিক।

শিশুকে যেমন চিনি মোড়া করে তেতো ওষুধ খাওয়াতে হয়, বাঙালী মুসলমানদের তেমনি ইসলামী আমেজ দিয়ে গানের দিকে ঝোঁকানো হয়েছিল। এ কাজে সকলের পুরোধায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আর তাঁর ঠিক পরের স্থানটি ছিল গোলাম মোস্তফার। তাঁর 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী,' 'হে খোদা দয়াময় রহমান রহিম,' 'বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার হে পরওয়ারদিগার,' 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রসুল—এই কলেমা পড়রে আমার পরান-বুলবুল', 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি আমার মুহাম্মদ রসুল' প্রভৃতি গান বাঙালীর কানে চিরদিন সুধা বর্ষণ করবে। তাঁর কোন কোন ইসলামী গানকে নজরুল ইসলামের রচনা বলে ভুল করতে দেখেছি।

একটি ব্যাপারে কিন্তু গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সে তার মিলাদ মহফিলে পঠনীয় বাংলা কেয়াম। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী, ফারসী ও উর্দু কেয়াম পড়ে আসছিল। গোলাম মোস্তফা তাঁদের দান করলেন মূল আরবী সুরে চারটি বাংলা কেয়াম—

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের রবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি।।
চাঁদ-সুরুজ আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে।।
তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এলো ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসম পুলকে।।
নবী না হয়ে দুনিয়ায়
না হয়ে ফেরেশতা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজার বার।।

বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত আর কোন কবি কেয়াম রচনার কাজে হাত দেননি। গোলাম মোস্তফা এদিক দিয়ে এখনো অপরাজেয়।

ইসলামী ভাবধারায় কবির অপর অমর কীর্তি 'বিশ্বনবী'। কাব্যময় ললিত গদ্যে হজরত মুহাম্মদের এরূপ সুবৃহৎ ও যুক্তিপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। বাংলা ভাষায় রচিত সমগ্র জীবনী সাহিত্যের মধ্যেও এ পুস্তকের স্থান অতি উচ্চে। এই সংগে তাঁর 'ইসলাম ও কমিউনিজম' এবং 'ইসলাম ও জেহাদ' নামের মননশীল পুস্তক দু'খানাও উল্লেখযোগ্য।

প্রথম জীবনে কিছুদিন সাংবাদিকতা করলেও গোলাম মোস্তফা পেশাগতভাবে শিক্ষক ছিলেন। তবে তিনি তথাকথিত শিক্ষক ছিলেন না—যাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান ও তাদের পাঠোন্নতির মূল্যায়ন করেই কর্তব্য সমাধা করেন। শিশু কিশোরদের মানসিক ও জাগতিক উভয়বিধ উন্নতির জন্য তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে 'কিশোর', 'ফুল', 'শিশুর পণ', 'হাজী মুহম্মদ মুহসীন' প্রভৃতি এখনও ছাত্র ছাত্রীদের মুখে মুখে আবৃত্ত হয়। তাঁর 'কিশোর' কবিতা বিশেষ করে এ কবিতার একটি পংক্তি—"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে" চিরায়ত (classical) রচনার মর্যাদা পেয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। তাঁর 'আলোক-মালা' সিরিজ একসময় বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছিল।

শিশু-কিশোরদের মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে গোলাম মোস্তফার চিন্তাধারা কত সুদূরপ্রসারী ছিল, সে সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত অভি-

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

কবি গোলাম মোস্তফা

(১০ম পৃঃ পর)

জ্ঞতা বর্ণনা করার লোভ সামলাতে পারছি না:

১৯৬২ সালে 'নানা প্রসঙ্গ' নামে আমার সম্পাদিত একখানা প্রবেশিকা শ্রেণীর বাংলা দ্রুতপঠন পুস্তক টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পুস্তকখানির চূড়ান্ত মুদ্রণাদেশ দেওয়ার ভার পড়ে কবি গোলাম মোস্তফার ওপর। এ উপলক্ষে একদিন কবির বাসভবন 'মোস্তফা মঞ্জিল'-এ গিয়ে দেখি মরহুম কাজী আবুল হোসেন তাঁর দ্রুতপঠন পুস্তক 'হে অতীত কথা কও'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করছেন। আবুল হোসেন সাহেবের লেখায় এক জায়গায় ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ ছিল। কবি আবুল হোসেনকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ জায়গাটা বাদ দিতে হবে, আবুল হোসেন।"

লেখাটিতে হিন্দুদের প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মার প্রকাশ ছিল। আবুল হোসেন সাহেব মনে করলেন, কবি ঐ উষ্মার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তাই তিনি ঐ অংশটি একটু মোলায়েম করে লিখলেন। পড়ে দেখে কবি বললেন, "না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা পাঠ্যপুস্তকে আদৌ থাকবে না।"

'কিন্তু ওটা যে একটা ঐতিহাসিক সত্য!'—আবুল হোসেন সাহেব বললেন।

: তা হোক, তবু আমাদের কচি-কাঁচাদের মনে আমরা এ ধারণা দেবো না যে, তাদের পূর্বপুরুষ এতবড় বর্বর, হিংস্র ও অমানুষ ছিল যে, নিজেরা পশু সুলভ মারামারি, কাটাকাটি করেছিল। জানি, বড় হয়ে ইতিহাসে তারা এ দাঙ্গার কথা পড়বে, পড়বে হয়তো কোন উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে। তবু তাদের সামনে ওই বীভৎস দৃশ্য তুলে ধরা চলবে না। আবুল হোসেন, তুমি ওই অংশটা বাদ দিয়ে নতুন করে লেখ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে যখন আসাই গেল, তখন আরো একটি প্রসঙ্গ বলতে চাই। আমরা দেখি, ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে মানুষ সাধারণতঃ একটা অভাবের ভাব প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু একটা ঘরোয়া আলোচনায় গোলাম মোস্তফাকে বলতে শুনেছি, "না ভাই, আল্লা আমায় যা দিয়েছে তাতে আমার সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলে যায়, আর্থিক দিক দিয়ে আমার আর কোন অভাব নেই।

গোলাম মোস্তফা সম্বন্ধে যে সব কথা মনে পড়ল, তাঁর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে সেসব কথা পাঠকদের কাছে বলতে চেষ্টা করলাম। বলাবাহুল্য, এটা কোন সু-সংবদ্ধ প্রবন্ধ নয়।